জা-আল হাক্ব ৫

মৃত

ব্যক্তির জন্য জীবিতদের

করণীয় ও বর্জনীয়

দারুল কারার

ব্রাদার রাহুল হুসাইন
(রুহুল আমিন)

[জাওয়াল হাক্ব-৫]

মৃত ব্যক্তির জন্য জীবিতদের করণীয় ও বর্জনীয়

(বর্ধিত সংস্করণ)

ব্রাদার রাহুল হুসাইন (রুহুল আমিন)

[জলঙ্গী, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম বাংলা, ভারত]

সম্পাদনায়

শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ মাদানী

মুহাদ্দিস- মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।

লিসান্স- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা মুনাওয়ারা, সৌদি আরব।

দারুল কারার

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম: ব্রাদার রাহুল হুসাইন (রুহুল আমিন)

জন্ম: ১৯৯২ সালে ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

বংশ: পিতা বেলায়েত হোসেন ও মাতা রহিমা বিবি। মূলত ব্রাদার রাহুল মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তবে তার পিতা হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিল। বিবাহের পূর্বেই হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে মুসলিম হয়েছে। ১৯৮৮ সালে তার পিতা ইসলাম গ্রহণ করে। তার পিতার ইসলামপূর্ব নাম ছিল বিমল দাস। পরিবারে তারা দুই ভাই ও দুই বোন। সে পরিবারে ভাই-বোনদের মধ্যে তৃতীয়।

শিক্ষা জীবন: বাল্যকালে তিনি গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে লেখাপড়া করেন তারপর লেখাপড়া করেন জলঙ্গী হাইস্কুলে। ২০১৫ সালে নদীয়া জেলার কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসের স্নাতক (বি, এ) করেন।

দ্বীনের দাঈ: ২০১২ সালে ড. জাকির নায়েকের ‘কুরআন এন্ড মডার্ন সায়েন্স’ লেকচার শুনার পর থেকে তিনি ইসলামের পথে আসেন। অতঃপর সমাজে ইসলামের নামে প্রচলিত ভ্রান্ত আকিদাসমূহের বিরুদ্ধে লেখালেখি, আলোচনা ও সমালোচনা করা শুরু করেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য যেমন পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ঝাড়খন্ড ও দেশের বাইরে বাংলাদেশের বিভিন্ন জালসা ও ওয়ায মাহফিলে তিনি এখন নিয়মিত অংশগ্রহণ করে থাকেন। গত কয়েক বছরে তিনি হিন্দু, খ্রিস্টান ও নাস্তিকদের সাথে বিতর্কে অংশগ্রহণ করে বেশ সাড়া জাগিয়েছেন। এছাড়া অনলাইনে রয়েছে তার সরব পদচারণা। ইসলামের নামে প্রচলিত ভ্রান্ত আক্বীদাসমূহের প্রচারকদের সাথেও তিনি বিতর্কে অংশগ্রহণ করে থাকেন। তরুণ বয়সেই দ্বীন প্রচারে তার সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী ভূমিকা যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছে।

সূচিপত্র

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনী	৫
ভূমিকা	৯
মৃত ব্যক্তির জন্য জীবিতদের করণীয়সমূহ	১১
১. মা-বাবার জন্য বেশি বেশি দু'আ করা	১১
২. সদাকাহ্ করা, বিশেষ করে সদাকায়ে জারিয়াহ্ করা	১৫
৩. মা-বাবার পক্ষ থেকে সিয়াম পালন করা	১৯
৪. মা-বাবার পক্ষ থেকে হজ্জ বা 'উমরাহ্ করা	২২
৫. মা-বাবার পক্ষ থেকে কুরবানী করা	২৪
৬. মা-বাবার অসিয়ত পূর্ণ করা	২৬
৭. মা-বাবার বন্ধুদের সম্মান করা	২৬
৮. মা-বাবার আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রাখা	২৭
৯. মা-বাবার কোনো ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করা	২৮
১০. মা-বাবার অপরিশোধিত কাফফারাহ্ আদায় করা	২৮
১১. মা-বাবার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা	২৯
১২. মা-বাবার মানত পূরণ করা	৩০

১৩. মা-বাবার ভালো কাজসমূহ জারি রাখা ৩০
১৪. মা-বাবার কবর যিয়ারত করা ৩১
১৫. মা-বাবা ওয়া'দা করে গেলে তা বাস্তবায়ন করা ৩২
১৬. কোনো গুনাহের কাজ করে গেলে তা বন্ধ করা ৩২
১৭. মা-বাবার পক্ষ থেকে মাফ চাওয়া ৩৩
সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার ও বিদ'আত ৩৪
কুসংস্কার কী? ৩৪
কুসংস্কারের কুফল ৩৪
বিদ'আতের পরিচয় ও বিদ'আতের কুফল ৩৫
বিদ'আতের শাব্দিক অর্থ ৩৫
বিদ'আতের পারিভাষিক অর্থ ৩৬
বিদ'আতের কুফল ৩৯
(১) বিদ'আত করলে আল্লাহর ওপর মিথ্যারোপ করা হয় ৩৯
(২) বিদ'আত করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর খিয়ানতের মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয় ৪০
(৩) বিদ'আত করলে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করা হয় ৪২
(৪) বিদ'আত করলে ইসলামের ওপর অপূর্ণাঙ্গতার অপবাদ আরোপ করা হয় ৪৪
(৫) বিদ'আত ইসলামী শরীয়তকে ধ্বংস করে ৪৫
(৬) বিদ'আত অন্তরকে কলূষিত করে ৪৫
(৭) বিদ'আতীর আমল আল্লাহর নিকট কবুল হয় না ৪৬
(৮) বিদ'আত ত্যাগ না করা পর্যন্ত বিদ'আতীর তওবা কবুল হয় না ৪৭
(৯) বিদ'আতী হাউযে কাউসারের পানি পান ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শাফা'আত থেকে বঞ্চিত হবে : ৪৮
(১০) বিদ'আতের দিকে আহ্বানকারী অন্যের পাপের অংশীদার হবে ৪৮
(১১) বিদ'আতী অভিশপ্ত ৫০
(১২) বিদ'আতের মাধ্যমে ইহুদী-খৃষ্টানদের স্বভাব ফুটে উঠে ৫০
(১৩) বিদ'আতের মাধ্যমে পিতৃপুরুষের অন্ধ অনুসরণের জাহেলী স্বভাবের পুনরাবৃত্তি ঘটে ৫০

(১৪) বিদ‘আতের মাধ্যমে সুন্নতের অপমৃত্যু ঘটে ৫১
প্রচলিত কুসংস্কার ও বিদ‘আতসমূহ ৫৩
১. কুলখানি ৫৩
২. ফাতিহাহ্ পাঠ ৫৪
৩. চেহলাম ৫৫
৪. মাটিয়াল বা মাটিপারা ৫৫
৫. মীলাদ ৫৫
৬. খত্মে তাহলীল ৫৯
৭. কুরআন খত্ম বা কুরআনখানি ৫৯
৮. কাঙ্গালীভোজ ৬১
৯. ওরস ৬২
১০. ইসালে সওয়াব মাহফিল ৬২
১১. উরসেকুল ৬৩
১২. কবরে ও কফিনে ফুল দেয়া বা পুষ্পস্তবক অর্পণ ৬৩
১৩. এক মিনিট নীরবতা পালন ৬৫
১৪. মৃত ব্যক্তির সলাতের বিছানা (জায়নামায) ও পোশাক দান করা ৬৬
১৫. লাশ ও কবরের কাছে কুরআন তিলাওয়াত ৬৭
১৬. জানাযার সলাত শেষে সম্মিলিতভাবে দু‘আ মুনাজাত ৬৯
১৭. মৃত্যু দিবস পালন ৭০
প্রচলিত এ পদ্ধতিগুলো কি ইসলামসম্মত? ৭০
মৃত ব্যক্তির নিকট কুরআন তিলাওয়াতের বিধান ৭৮
মুমূর্ষু ব্যক্তির জন্য করণীয় ৭৮
মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট কুরআন তিলাওয়াতের বর্ণনাসমূহ যঈফ জাল ৮১
মৃত ব্যক্তির জন্য জীবিতদের করণীয় ৯২
আহ্বান ৯৪
আমাদের প্রকাশিত বইসমূহ ৯৫

ভূমিকা

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

সন্তানের প্রতি মা-বাবার ভালোবাসা হচ্ছে নিখাদ ভালোবাসা। এতে তাঁদের কোনো স্বার্থচিন্তা থাকে না। এ খাঁটি ভালোবাসা আল্লাহর দান। শিশু-সন্তানের প্রতিপালনের জন্য আল্লাহ মা-বাবার মনে এ ভালোবাসা দান করেছেন। এ কারণেই তাঁরা সন্তানের জন্য কষ্ট করেন, বিরক্ত হন না। সন্তানের প্রতি স্নেহ-মমতার কারণে কত রাত জেগে কাটিয়ে দেন। সন্তান কাঁদে, দুধ পান করে, মা জেগে থাকেন। সন্তানের অসুখ-বিসুখ হয়, বাবা-মা রাত জেগে তার সেবা করেন। আবার দিনে মা ঘরের কাজ করেন, বাবা বাইরের কাজে যান। সন্তানকে ঘিরে তাদের দু' জনের কত চিন্তা-ভাবনা, পরিশ্রম। এজন্য আল্লাহ তা'আলা সন্তানকে আদেশ করেছেন সে যেন মা-বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করে।

সূরাহ্ আল-'আনকাবূতে এসেছে, "আমি মানুষকে মাতা-পিতার সাথে উত্তম ব্যবহার করার আদেশ করেছি।"[১]

মা-বাবা ছোট শব্দ, কিন্তু এ দু'টি শব্দের সাথে কত যে আদর, স্নেহ, ভালোবাসা রয়েছে তা পৃথিবীর কোনো মাপযন্ত্র দিয়ে নির্ণয় করা যাবে না। মা-বাবা কত না কষ্ট করেছেন, না খেয়ে থেকেছেন, অনেক সময় ভালো পোশাকও পরিধান করতে পারেননি, কত না সময় বসে থাকতেন সন্তানের অপেক্ষায়। সেই মা-বাবা যাদের চলে গিয়েছেন, তারাই বুঝেন মা-বাবা কত বড় সম্পদ। যেদিন থেকে মা-বাবা দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন সেদিন

১. সূরাহ্ আল-'আন্‌কাবূত ২৯ : ৮।

থেকে মনে হয় কী যেন হারিয়ে গেল, তখন বুক কেঁপে উঠে, চোখ থেকে বৃষ্টির মতো পানি ঝরে, কী সান্ত্বনাই বা তাদেরকে দেয়া যায়। সেই মা-বাবা যাদের চলে গিয়েছে তারা কি মা-বাবার জন্য কিছুই করবে না? এত কষ্ট করে আমাদেরকে যে মা-বাবা লালন পালন করেছেন তাদের জন্য আমাদের কি কিছুই করার নেই? অবশ্যই আছে। এ গ্রন্থে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মৃত মা-বাবার জন্য কোন ধরনের ও কী কী আমল করা যাবে এবং যে আমালের সওয়াব তাদের নিকট পৌঁছবে তা উল্লেখ করা হলো।

ব্রাদার রাহুল হুসাইন (রুহুল আমিন)

মৃত ব্যক্তির জন্য জীবিতদের করণীয়সমূহ

১. মা-বাবার জন্য বেশি বেশি দু'আ করা

ইবাদতের সার-নির্যাস হচ্ছে আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণ সমর্পণ এবং চূড়ান্ত বিনয় ও মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ। আর এটা দু'আর মধ্যে সর্বোত্তমরূপে প্রকাশিত হয়। দু'আ অর্থ ডাকা। নিজেকে অসহায় ও নিঃস্ব মনে করে কারো সামনে দু' হাত প্রসারিত করার চেয়ে বিনয় ও সমর্পণ আর কী হতে পারে? তাই দু'আর মর্যাদা ও গুরুত্ব অসীম। হাদীসে বলা হয়েছে,

«الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ»

"দু'আই (মূল) ইবাদত।"[২]

ইসলামী ভ্রাতৃত্বের একটি সাধারণ হক হলো, আপন-পর জীবিত-মৃত নির্বিশেষে সকল মুসলিম ভাইয়ের জন্য দু'আ করা। আর যারা না ফেরার জগতে পাড়ি জমিয়েছেন তারা যেহেতু কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন এবং আমাদের আগে ঈমান এনেছেন তাই তাদের জন্য বিশেষভাবে কাম্য। দু'আ জীবিত-মৃত সকলের জীবনে কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। এটা কুরআন ও হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। নিম্নে কিছু আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করছি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

"এবং (ফাই-এর সম্পদে তাদেরও প্রাপ্য আছে) যারা তাদের (অর্থাৎ মুহাজির ও আনসারদের) পরে এসেছে। তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! ক্ষমা করুন আমাদের এবং আমাদের সেই ভাইদেরও যারা

২. সুনান ইবনু মাজাহ, হা. ৩৮২৮ : সহীহ।

আমাদের আগে ঈমান এনেছে এবং আমাদের অন্তরে ঈমানদারদের প্রতি কোনো হিংসা-বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি অতি ক্ষমতাবান, পরম দয়ালু।”[৩]

এখানে পূর্ববর্তী মু'মিনদের জন্য (যাতে জীবিত ও মৃত সকলই আছেন) দু'আ করার প্রশংসা করা হয়েছে। দু'আ যদি তাদের জন্য উপকারী না হয়, তবে এ প্রশংসার কী অর্থ থাকে?

হাফেয সাখাবী ﵀ [৯০২ হি.] বলেন, এখানে পূর্ববর্তীদের জন্য দু'আ করায় তাদের প্রশংসা করা হয়েছে। বুঝা গেল যে, দু'আ উপকারে আসে।[৪]

মা-বাবা দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর সন্তান মা-বাবার জন্য বেশি বেশি দু'আ করবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দু'আ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং কী দু'আ করবে তাও শিক্ষা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿رَّبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا﴾

“হে আমার রব! তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন পালন করেছেন।”[৫]

﴿رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ يَوۡمَ يَقُومُ ٱلۡحِسَابُ﴾

“হে আমাদের রব! রোজ কিয়ামতে আমাকে, আমার পিতা-মাতা ও সকল মু'মিনকে ক্ষমা করে দিন।”[৬]

অন্য জায়গায় নূহ ﵇-এর এ দু'আ বর্ণিত হয়েছে, রব্বুল 'আলামীন পিতা-মাতার জন্য দু'আ করার বিশেষ নিয়ম শিক্ষা দিতে গিয়ে বলেন :

﴿رَّبِّ ٱغۡفِرۡ لِي وَلِوَٰلِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيۡتِيَ مُؤۡمِنٗا وَلِلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۖ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّٰلِمِينَ إِلَّا تَبَارَۢا﴾

৩. সূরাহ্ আল-হাশ্‌র ৫৯ : ১০।
৪. কুর্‌রাতুল আইন ১২৩ পৃ.।
৫. সূরাহ্ বানী ইসরা-ঈল ১৭ : ২৪।
৬. সূরাহ্ ইব্‌রা-হীম ১৪ : ৪১।

“হে আমার রব! আমার পিতা-মাতাকে, যে আমার ঘরে ঈমানদার হয়ে প্রবেশ করবে তাকে এবং মু'মিন নারী পুরুষকে ক্ষমা করুন এবং ধ্বংস ছাড়া আপনি যালিমদের আর কিছুই বাড়িয়ে দেবেন না।”[৭]

আল্লাহ তা'আলা মালায়িকার (ফেরেশতাদের) এ দু'আ সম্পর্কে বলেন :

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ اٰمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ -رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

“যারা 'আর্‌শ ধারণ করে আছে এবং যারা তার চারপাশে আছে, তারা তাদের প্রতিপালকের প্রশংসার সাথে তাঁর তাসবীহ পাঠ করে ও তাঁর প্রতি ঈমান রাখে এবং যারা ঈমান এনেছে তাদের জন্য মাগফিরাতের দু'আ করে, হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার রহমত ও জ্ঞান সমস্ত কিছু জুড়ে ব্যাপ্ত। যারা তাওবাহ্ করেছে ও তোমার পথ অনুসরণ করেছে তাদের ক্ষমা করে দাও এবং জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করো। হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে দাখিল করো স্থায়ী জান্নাতে, যার ওয়া'দা তুমি তাদের সাথে করেছ এবং তাদের পিতা-মাতা, স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে যারা নেক তাদেরকেও। নিশ্চয় তুমিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আর তাদের সকল অকল্যাণ থেকে রক্ষা করো। সেদিন তুমি যাকে অকল্যাণ থেকে রক্ষা করবে তার প্রতি তো তুমি দয়াই করবে। আর এটাই মহাসাফল্য।”[৮]

মা-বাবা এমন সন্তান রেখে যাবেন, যারা তাদের জন্য দু'আ করবে। আবূ হুরায়রাহ্ ﵁ থেকে বর্ণিত হাদীসে রসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

---

৭. সূরাহ্ নূহ ৭১ : ২৮।

৮. সূরাহ্ আল-মু'মিন ৪০ : ৭-৯।

মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার যাবতীয় আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে ৩টি আমল বন্ধ হয় না- ১. সদাকায়ে জারিয়াহ্, ২. এমন জ্ঞান, যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, ৩. এমন নেক সন্তান, যে তার জন্য দু'আ করে।[৯]

এ দু'আগুলোতে জীবিত ও মৃতের পার্থক্য ছাড়া সাধারণভাবে মু'মিনদের জন্য দু'আ করা হয়েছে।

দু'আ মৃতের পক্ষে কল্যাণকর হওয়ার সবচেয়ে বড় দলীল হলো জানাযার সলাত। জানাযার সলাত বস্তুত দু'আ। জানাযার সলাতে আল্লাহর রসূল ﷺ যেসব দু'আ পড়তেন সেগুলো থেকেই তা পরিষ্কার। এজন্য নিষ্ঠার সাথে দু'আ করা কাম্য।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ﷺ বলেন :

«إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ»

তোমরা যখন মাইয়্যিতের সলাত আদায় করবে তখন তার জন্য নিষ্ঠার সাথে দু'আ করবে।[১০]

জানাযার সলাত ও কবর যিয়ারতের বাইরেও নাবী ﷺ মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করেছেন। উম্মু সালামাহ্ رضي الله عنها থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ ﷺ আবূ সালামাকে দেখতে এলেন, তখন তার চোখ খোলা ছিল। তিনি চোখ বন্ধ করে দিয়ে বললেন, যখন রূহ কবয করা হয় তখন চোখ তার অনুসরণ করে। এ কথা শুনে লোকেরা কান্না শুরু করে দিল। নাবী ﷺ বললেন : তোমরা ভালো ছাড়া অন্য কিছু বলাবলি করো না। কারণ, তোমরা যা কিছু বল মালায়িকাহ্ (ফেরেশতারা) তার ওপর আ-মীন বলেন। তারপর তিনি এভাবে দু'আ করলেন :

---

৯. সহীহ মুসলিম হা. ১৬৩১-[14]; আবূ দাউদ হা. ২৮৮০; মুসনাদ আহমাদ হা. ৮৮৪৪; সুনানুল কুবরা লিন্ নাসায়ী হা. ৬৪৪৫; মুসনাদ আবূ ইয়া'লা হা. ৬৪৫৭; সুনানুস্ সুগরা লিল বায়হাকী হা. ২৩৩১; সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী হা. ১২৬৩৫; মাদখাল লিল বায়হাকী হা. ৩৬১; শু'আবুল ঈমান বায়হাকী হা. ৩১৭৩; জামিউ বায়ানিল ইল্ম, ইবনু আব্দিল বার হা. ৫২।

১০. সুনানে আবূ দাউদ হা. ৩১৯৯ : হাসান।

«اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِيْ سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهٗ فِيْ الْمَهْدِيِّيْنَ، وَاخْلُفْهُ فِيْ عَقِبِهٖ فِيْ الْغَابِرِيْنَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهٗ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ، وَافْسَحْ لَهٗ فِيْ قَبْرِهٖ، وَنَوِّرْ لَهٗ فِيْهِ»

হে আল্লাহ! আপনি আবূ সালামাকে ক্ষমা করে দিন, হিদায়াতপ্রাপ্তদের মধ্যে তার মর্যাদা উঁচু করুন এবং তার পরিবারের অভিভাবক হয়ে যান। হে জগতসমূহের প্রতিপালক! তাকে ও আমাদেরকে মাফ করে দিন। তার কবরকে প্রশস্ত ও নূরানী করে দিন।[১১]

একবার রসূলুল্লাহ ﷺ আবূ ‘আমির রضي الله عنه-কে এক যুদ্ধে আমীর নিযুক্ত করে পাঠিয়েছিলেন। একটি তীরের আঘাতে তিনি শাহাদত বরণ করেন। তার আগে ভাতিজা আবূ মূসা আল আশ্‘আরী رضي الله عنه-কে বলে গেছেন, তিনি যেন নাবী ﷺ-এর কাছে তার সালাম পৌঁছান এবং তার জন্য মাগফিরাতের দু‘আ করতে বলেন। আবূ মূসা আল আশ্‘আরী رضي الله عنه তা-ই করলেন। অতঃপর নাবী ﷺ পানি আনিয়ে উযূ করলেন এবং দু’ হাত প্রসারিত করে দু‘আ করলেন,

«اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِعُبَيْدٍ أَبِيْ عَامِرٍ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيْرٍ مِنْ خَلْقِكَ، أَوْ مِنَ النَّاسِ»

হে আল্লাহ! আপনি আবূ ‘আমিরকে মাফ করে দিন। তাকে কিয়ামতের দিন আপনার বহু সৃষ্টির ওপর (বর্ণনাকারী বলেন, অথবা বলেছেন : মানুষের ওপর) মর্যাদা দিন।[১২]

এ আয়াত ও হাদীসগুলো থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, দু‘আ জীবিত ও মৃত সকলের জন্য কল্যাণকর।

২. সদাকাহ্ করা, বিশেষ করে সদাকায়ে জারিয়াহ্ করা

আল্লাহ তা‘আলা নিজ ‘ইল্ম ও হিকমতের ভিত্তিতে কাউকে করেছেন সচ্ছল, কাউকে অসচ্ছল। তবে সবার রিয্কের দায়িত্ব তাঁর হাতে। কিন্তু

১১. সহীহ মুসলিম হা. ৯২০-[৭]।
১২. সহীহ মুসলিম হা. ২৪৯৮-[১৬৫]।

তা বান্দা পর্যন্ত পৌঁছার উপায় সকলের ক্ষেত্রে এক নয়; বরং বয়স, ব্যক্তি, পরিবেশ ও পরিস্থিতির তারতম্যের কারণে তা ভিন্ন হয়ে থাকে। একটি উপায় হলো সদাকাহ্ বা দান খয়রাত। এটা অনেক ফযীলত ও সওয়াবের কাজ। তবে এর একমাত্র উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তে সামান্য সদাকাহ্ও মূল্যবান। আর অন্য কোনো উদ্দেশে বিশাল সদাকাহ্ও মূল্যহীন।

এই সদাকাহ্ জীবিতদের মতো মৃতদের জন্যও করা যায় এবং এর সওয়াব তাদের কাছে পৌঁছে। এটা বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এখানে কিছু হাদীস পেশ করা যেতে পারে।

عَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ﵁ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّيْ تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَإِنِّيْ أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِيَ المِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا.

ইবনু আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিত। সা'দ ইবনু উবাদাহ্ ﵁-এর অনুপস্থিতিতে তার মা ইন্তিকাল করেন। তিনি রসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার অনুপস্থিতিতে আমার মা মারা গেছেন। আমি যদি তার পক্ষ থেকে সদাকাহ্ করি, তবে কি তার কোনো উপকারে আসবে? বললেন, হ্যাঁ। সা'দ ﵁ বললেন, আমি আপনাকে সাক্ষী রাখছি যে, আমার 'মিখরাফ' নামক বাগানটি আমার মায়ের জন্য সদাকাহ্।[১৩]

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسَهَا وَلَمْ تُوصِ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَلَهَا أَجْرٌ، إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ».

আয়েশাহ্ ﵂ থেকে বর্ণিত। একলোক নাবী ﷺ-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন, কোনো অসিয়ত করে যেতে পারেননি। আমার মনে হয়, তিনি যদি কথা বলতে পারতেন, তাহলে

১৩. সহীহুল বুখারী হা. ২৭৫৬।